ডা. জাকির নায়েক কর্তৃক প্রচারিত "পবিত্রতাবিহীন কুরআন স্পর্শ করা জায়েয"
বিভ্রান্তির অবসানে শরয়ী সমাধান

পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

পবিত্রতাবিহীন কুরআন স্পর্শ করা হারাম

রচনায়:

হাফেয মাওলানা মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী

সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, চট্টগ্রাম।

www.almodina.com

সহীহ হাদীসের আলোকে
পবিত্রতাবিহীন কুরআন স্পর্শ করা হারাম

রচনায়ঃ
মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী
মুতাখাসসিস ফিল হাদীস ওয়াল ফিকহ
সহকারী মুফতী- দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ
গফুর ভিউ এ/১৫৫৫, রাজাখালী, চাক্তাই, চট্টগ্রাম।
মোবাইলঃ ০১৯১৭-০৭২৯৩৫, ০১৮১২-৫১৯৫৮৯

সর্বস্বত্বঃ
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকঃ
জনাব অলিয়ার রহমান স্মরণে
মুফতি অহিদুর রহমান ইসলামী গবেষণাগার কৈখালী, সদর, যশোর।

প্রকাশকালঃ
০৯ জানুয়ারী ২০১৬ ঈসায়ী, ২৭ রবিউল আওয়াল ১৪৩৭ হিজরী

কম্পিউটারঃ অকিল উদ্দিন সোহাগ
মূল্যঃ ৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র।

বইটি পড়তে ভিজিট করুন
www.kafelaehaque.com

Pobitro Quran O Sohih Hadiser Aloke
Pobitrotabihin Quran Sporsho Kora Haram
By: **Mufti Wakil Uddin Jessoree**
Specialist in Hadith & Islamic law.
Assistant Mufti: darul ifta khadimul quran was sunnah, Chittagong.
Price : 30/- Tk Only.

সূচিপত্র

আল্লামা শাহ আহমাদ শফি দা. বা. এর অভিমত- ৪
হাফেয মাওলানা মুফতী অহিদুর রহমান দা. বা. এর অভিমত- ৬
লেখকের কথা- ৭
পবিত্রতাবিহীন কুরআন স্পর্শ করা কি?- ৮
পবিত্র কুরআন ও ডা. জাকির নায়েক- ৮
ডা. জাকির নায়েকের বক্তব্য- ৯
ডা. জাকির নায়েক ও তার বক্তব্য- ১১
কুরআনের আলোকে "পবিত্রতাবিহীন কুরআন স্পর্শ"- ১১
তাফসীরের আলোকে বক্তব্য- ১১
ডা. জাকির নায়েক ও তার বক্তব্য- ১৫
উত্তর- ১৫
হাদীসের আলোকে "পবিত্রতাবিহীন কুরআন স্পর্শ"- ১৬
ইজমার আলোকে "পবিত্রতাবিহীন কুরআন স্পর্শ"- ১৮
মাদীনাবাসী ফুক্বাহায়ে কেরামের বক্তব্যের আলোকে
"পবিত্রতাবিহীন কুরআন স্পর্শ"- ১৯
ইতিহাসের আলোকে "পবিত্রতাবিহীন কুরআন স্পর্শ"- ১৯
ডা. জাকির নায়েক ও তার বক্তব্য- ২০
উত্তর- ২০
সহায়ক গ্রন্থাবলী- ২৩
লেখকের গ্রন্থাবলী- ২৪

পাক-ভারত উপমহাদেশের আযাদী আন্দোলনের অগ্রদূত, শায়খুল আরব ওয়াল আজম আওলাদে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আল্লামা সায়্যেদ হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর বিশিষ্ট খলিফা, মুসলেহে উম্মাহ, বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়্যা এর সম্মানিত চেয়ারম্যান, হেফাযতে ইসলাম বাংলাদেশ এর সম্মানিত আমীর, আল জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম এর স্বনামধন্য মহাপরিচালক ও শায়খুল হাদীস শায়খুল ইসলাম

শায়খুল ইসলাম **"আল্লামা শাহ আহমদ শফি"** দা. বা. এর

অভিমত ও দু'আ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد.

দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাশীল কিতাব হল, আলকুরআনুল কারীম। এর গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম।

এ জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে বলেন-

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ–فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ– لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ– تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ –

নিশ্চয় এটা সম্মানিত কুরআন। যা আছে এক গোপন কিতাবে। যারা পাক পবিত্র, তারা ব্যতিত অন্য কেউ একে স্পর্শ করবে না। এটা বিশ্ব-পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।[1]

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত,

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ.

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুভুমিতে কুরআন নিয়ে সফর করতে নিষেধ করেছেন।[2]

অতএব কুরআন হাদীস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ যে, পবিত্রতাবিহীন মহান গ্রন্থ আলকুরআনকে স্পর্শ করা যাবেনা। শত্রুভুমিতে কুরআন নিয়ে সফর করা যাবে না। কেননা তারা এ গ্রন্থ পেলে এর সম্মান মর্যাদা দিতে পারবে না।

[1] . সুরা ওয়াকিয়া আয়াত ৭৭-৮০।

[2] . সহীহ মুসলিম ৬/৩০ হা. ৪৯৪৭ প্রশাষন ও নেতৃত্ব অধ্যায়, কুরআন শরীফ নিয়ে কাফেরদের এলাকায় সফর করা নিষেধ, বিশেষ করে তা তাদের হস্তগত হওয়ার আশংকা।
তাফসীরুল কুরআনিল আযিম ৭/৫৪৫ সূরা ওয়াকিয়া।

অথচ কুরআন হাদীসকে বাদ দিয়ে নিজেদের মত করে ডা. জাকির নায়েক যে বক্তব্য দিয়ে চলেছে "পবিত্রতাবিহীন কুরআন স্পর্শ" করা যাবে। যা কুরআন হাদীস ইজমা কিয়াস বিরোধী ও সম্পূর্ণ ভুল। মানুষের এসকল ইসলাম বিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

আমার অত্যন্ত আস্থাভাজন প্রিয় শাগের্দ তরুণ আলেম মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী, সহকারী মুফতী- দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ চট্টগ্রাম- **'পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে পবিত্রাবিহীন কুরআন স্পর্শ করা হারাম'** নামক বইটি রচনা করেছে। মাশা আল্লাহ, সহজ-সাবলীল ভাষায় দলীলসমৃদ্ধ একটি কিতাব। অপবিত্র অবস্থা সংক্রান্ত যাবতীয় ভ্রান্তি ও সংশয় নিরসনের পর্যাপ্ত উপাদান সেখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। যাবতীয় বিভ্রান্তি চুলচেরা বিশ্লেষণপূর্বক খণ্ডন করা হয়েছে। ফা জাযাহুল্লাহু তাআলা ফিদ্দারাইন। আমি দুআ করি আল্লাহ লিখক ও কিতাবকে এবং আমাদের সকলকে কবুল করুন। লিখককে আরো বেশী বেশী খিদমাতের তাওফীক দান করুন। আমীন।

আহমাদ শফী
১৭ রবিউল আওয়াল ১৪৩৭ হিজরী
৩০ ডিসেম্বর ২০১৫ ইসায়ী
বিকাল : ৪ : ৫৩ মিনিট

জামিয়া আরাবিয়া দারুল আরকাম যশোর এর সম্মানিত মুহাদ্দিস ও উপমহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ইসলামী বিদ্যাপিঠ আল জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর স্বনামধন্য মহাপরিচালক ও বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া (কওমী মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ড) বাংলাদেশ এর সম্মানিত চেয়ারম্যান, হেফাযতে ইসলাম বাংলাদেশ এর সম্মানিত আমীর, **আল্লামা শাহ আহমদ শফি দা. বা.** এর সুযোগ্য খলীফা,

হাফেয মাওলানা মুফতী অহিদুর রহমান দা. বা. এর

অভিমত

حـــــامدا ومصليا ومسلما أما بعد.

ইসলামে কুরআনের মর্যাদা অপরিসীম। আর এ কুরআনকে কিভাবে মর্যাদা দিতে হবে, তা আমরা ইসলামের সোনালী যুগ থেকে শিক্ষা পায়। পবিত্রতাবিহীন কুরআন স্পর্শ হারাম। কিন্তু ডা. জাকির নায়েক ও লা মাযহাবীদের মত কুরআন অপব্যাখ্যাকারীরা মানুষকে হারাম কাজে লিপ্ত করার জন্য কুরআনের অপব্যাখ্যা করে অযু বা পবিত্রতা ছাড়া কুরআন স্পর্শের পরামর্শ দিয়ে থাকে।

মাশা আল্লাহ! এই অপব্যাখ্যা থেকে সঠিক ব্যাখ্যা বুঝার জন্য মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী, সহকারী মুফতী- দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ চট্টগ্রাম- রচিত **"পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে পবিত্রতাবিহীন কুরআন স্পর্শ করা হারাম"** নামক কিতাবটি অনেক উপযোগী।

আল্লাহ পাক লেখককে, তার কলমকে হকের পথে আরো বেগবান করুন। সকল মানুষের হেদায়াতের অসিলা করুন। আমীন।

অহিদুর রহমান

১৭ রবিউল আওয়াল ১৪৩৭ হিজরী

০১ জানুয়ারী ২০১৬ ঈসায়ী

রাত ৭:০৪ মিনিট

লেখকের কথা

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাঁকে ভয় করে।[৩]

যারা এক সময় কুরআনকে অনেক সম্মান দিতেন, মর্যাদা করতেন, কুরআন স্পর্শ করা হারাম জানতেন, পবিত্রতাবিহীন কুরআন স্পর্শ করতেন না।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, তারাই এক সময় ডা. জাকির নায়েকের বক্তব্য শুনে কুরআন কে অযুবিহীন কুরআন স্পর্শ করছেন, হারামকে হালাল জানছেন। অথচ কুরআন, হাদীস, ইজমাতে পবিত্রবিহীন কুরআন স্পর্শ করা হারাম করে দিয়েছে। তারা সে দিকে লক্ষ না করে ডা. জাকির নায়েকের ভুল বক্তব্যের দিকে ধাবিত হয়ে সীমালজ্ঘন করছেন।

একদিন আমার একজন আত্মীয়কে তার ছেলে বলছিলেন, আম্মু তুমি অযু না থাকলেও কুরআন স্পর্শ করতে পারবে। কোন প্রকার সমস্যা নেই। ডা. জাকির নায়েক বলেছে, অপবিত্রাবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা যাবে। তোমার অযু না থাকলেও কুরআন স্পর্শ করিও। কথাটি আমার কানে পৌঁছানোর সাথে সাথে তার বিরোধিতা করে বলি যে, কুরআন অযুবিহীন স্পর্শ করা হারাম।

এভাবেই অনেকে ভুল পথে পা বাড়িয়ে দিয়ে গুনাহের ভাগিদার হচ্ছেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, কুরআন, হাদীস, ইজমা, ইতিহাস এর আলোকে প্রমাণিত হয় যে, অপবিত্রতাবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা হারাম। তারপরও ডা. জাকির নায়েক বক্তব্যে একাংশ বক্তব্য দিয়ে অন্য অংশ বাদ রেখে মানুষদেরকে গুনাহের পথ কিভাবে দেখাচ্ছেন?

মহান আল্লাহ তা'আলা তাকে ভুল বুঝে তা থেকে ফিরে আসার ও সঠিক বুঝার তৌফিক দান করুন। আমীন।

অকিল উদ্দিন

২১ রবিউল আওয়াল ১৪৩৭ হিজরী

২ জানুয়ারী ২০১৬ ইসায়ী

রাত ৯ : ৪১ মিনিট

[৩]. সুরা ফাতির আয়াত ২৮।

পবিত্রতাবিহীন কুরআন স্পর্শ করা কি?
পবিত্র কুরআন ও ডা. জাকির নায়েক

মহান রাব্বুল আলামীন পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল কুরআন নাযিল করেছেন। আর তা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল করেছেন।
রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর অবতীর্ণ হওয়া কুরআনের অনেক সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে। তার অনেক বৈশিষ্টও রয়েছে। যা বলার অপেক্ষা রাখে না।
রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগ থেকেই চলে আসা সকলের কাছে প্রশিদ্ধ ও অত্যাবশ্যকিয় বিধান "পবিত্রতাবিহীন কুরআন স্পর্শ" না জায়েয ও হারাম।
সাহাবায়ে কেরামের যুগেও প্রতিটা সাহাবায়ে কেরাম কুরআন "পবিত্রতাবিহীন কুরআন স্পর্শ করেন নি।
তাবেয়ীন এর যুগেও প্রতিটা তাবেয়ীনও "পবিত্রতাবিহীন কুরআন স্পর্শ" করেন নি।
তাবয়ে তাবেয়ীন এর যুগেও কোন তাবয়ে তাবেয়ীনও "পবিত্রতাবিহীন কুরআন স্পর্শ" করেন নি।
এই উম্মতের সোনালি যুগে কোন ব্যক্তিগণও "পবিত্রতাবিহীন কুরআন স্পর্শ" করেন নি।
কুরআন হাদীসের আলোকেই "পবিত্রতাবিহীন কুরআন স্পর্শ" করা হারাম।"

অতএব কুরআন ও হাদীসের আলোকে "পবিত্রতাবিহীন কুরআন স্পর্শ" করা না জায়েয ও হারাম।

এটি কুরআন, হাদীস, ইজমার আলোকে প্রতিষ্ঠিত সকলের নিকট সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য। তবে এটা নিয়ে কেন জনসাধারণের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে? **ডা. জাকির নায়েক** এ ধরণের স্পর্শকাতর অনেক বিষয় নিয়ে জনসম্মুখে একের পর এক বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন? জানিনা তার উদ্দেশ্য কি? তবে একটি বিষয় হলো, যে মাসআলায় রাসূল সা. এর যুগ থেকেই সমাধান হয়ে আছে সে সকল মাসআলা ও এসব বিষয় পূণরায় তা তুলে ধরে মানুষের মাঝে জনসাধারণের

সম্মুখে ভুল সিদ্ধান্ত দেওয়া ন্যাক্কারজনক ও চরম ঘৃণ্য ও মারাত্মক অপরাধ। কুরআন, হাদীস ও ইজমার বিরোধিতা করা অনেক বড় অন্যায়, পাপ ও গুনাহের কাজ। আল্লাহ তা'আলা সকলকে হেফাযত করুন।

ডা. জাকির নায়েক কুরআন ও তার ব্যাখ্যা তথা তাফসীর দ্বারা এ বিষয় না বুঝলে হাদীসের শরনাপন্ন হতেন এবং বুঝার প্রচেষ্টা চালাতেন। কিন্তু তিনি তা না করে কুরআন, হাদীস ও ইজমার বিরুদ্ধে কিভাবে বক্তব্য দিলেন? প্রতিষ্ঠিত প্রসিদ্ধ মত ও মাসআলার বিরোধিতা কি করে করলেন? কিভাবে এত বড় ধরণের ভুল বক্তব্য দিতে পারলেন?

ডা. জাকির নায়েক বক্তব্য-

৬. অমুসলিমকে কুরআন দেয়ায় কোনো বাঁধা নেই

অনেক মুসলিম আছে যারা মনে করেন পবিত্র কুরআনে কোনো অমুসলিমকে দেয়া যাবে না। তারা এ ক্ষেত্রে সূরা ওয়াকিয়াহ- এর আয়াত নং (৭৭-৮০)-কে দলিল হিসেবে পেশ করেন,

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ–فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ– لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ– تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ –

অর্থ নিশ্চয় পবিত্র কুরআনে সবচেয়ে সম্মানিত যা অত্যন্ত সুরক্ষিত এবং অপবিত্র অবস্থায় স্পর্শ নিষিদ্ধ। এটা জগৎসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ।

এর যথার্থ হিসেবে তারা ধরেই নেন যে, *পবিত্র কুরআনে পবিত্রতা ছাড়া স্পর্শ অননুমোদিত। আর যেহেতু অমুসলিমরা অপবিত্র তাই তাদের স্পর্শ কোনোভাবেই কুরআনেকে নেয়া যাবে না। এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা।*

আরবী শব্দ "কিতাবিম্মাকনুন" দ্বারা এ পৃথিবীতে আমাদের সামনে যে কুরআনে রয়েছে তা নির্দেশিত হয়নি। আবার "মুতাহহারিন" দ্বারা কেবল পরিচ্ছন্নতাই বুঝানো হয়নি। প্রকৃত ব্যাপার যদি তাই হতো, তবে যে কোনো অমুসলিম মার্কেটে যেত আর ৮০ থেকে ১০০ টাকায় একটি কুরআনে খরিদ করতো এবং কুরআনেকে মিথ্যা প্রমাণিত

করার প্রয়াস পেত। কেননা অর্থ করা হয়ে থাকে যে, অপবিত্র ব্যাক্তি এটা স্পর্শ করতে পারবে না। আসলে এখানে বলা হয়েছে তার মর্মার্থ হচ্ছে পবিত্র কুরআনে লওহে মাহফুজে সংরক্ষিত কুরআনটি ফেরেশতা ব্যতীত অন্য কোনো অপবিত্র ও লৌকিক বস্তু কোনোভাবেই স্পর্শ করতে পারবে না।

অনেকেই আবার মত প্রকাশ করে থাকেন যে, যদি অমুসলিমকে কুরআনে প্রদানের একান্তই অভিপ্রায় থাকে তবে যেন আরবী বর্ণমালা ছাড়া কেবল অনুবাদকৃত কুরআনে দেওয়া হয়।
অনূদিত কুরআনে দেওয়াতে আমার কোনো দ্বিমত নেই। তবে যদি কেউ সত্যিকার অর্থেই কুরআন দিতে চায় তবে আরবিসহ দিতে অসুবিধা কোথায়? যদি অনুবাদে কোনো ভুল থাকে তবে আরবি অংশই একমাত্র অবলম্বন তা শুধরে নেয়ার। তাই আমি ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করি অমুসলিমকে আরবিসহ অনুবাদকৃত কুরআনে প্রদান করতে।

৭. অমুসলিমদের নিকট কুরআন দেয়া, মহানবী (স)- এর দৃষ্টান্ত

যদি শেষ বিচার দিনে মহান আল্লাহ আমাকে কৈফিয়ত তলব করেন আরবিসহ কুরআনে কেন আমি অমুসলিমদের দিয়েছি, ***তাতেও আমার ভয়ের কারণ নেই***। কেননা আমি নিশ্চিতভাবেই জানি আমি মুহাম্মাদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার পক্ষে পাব। তিনি নিজেই বিভিন্ন সময় অমুসলিম বাদশাহদের নিকট আরবি ভাষায় লিখিত পত্র প্রেরণ করতেন যার মধ্যে কোরআনের আয়াতও থাকতো।............................ ।[৪]

তাই বন্ধুগণ আসুন! এখন আমরা কুরআন, হাদীস, ইজমা ও ইতিহাসের আলোকে **“পবিত্রতা বিহীন কুরআন স্পর্শ”** করা ও ডা. জাকির নায়েক এর বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করি।

---

[৪] . ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র ২/৬২৫-২২৬।

ডা. জাকির নায়েক ও তার বক্তব্য-

পবিত্র কুরআনে পবিত্রতা ছাড়া স্পর্শ অননুমোদিত। আর যেহেতু অমুসলিমরা অপবিত্র তাই তাদের স্পর্শ কোনোভাবেই কুরআনেকে নেয়া যাবে না। এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা।

কুরআন ও তাফসীরের আলোকে বক্তব্য-

কুরআনের আলোকে "পবিত্রতাবিহীন কুরআন স্পর্শ"

মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

যারা পাক-পবিত্র, তারা ব্যতীত কেউ একে স্পর্শ করবে না।[৫]

তাফসীরের আলোকে বক্তব্য-

মুফাসসিরীনে কেরাম এই আয়াতের তাফসীরে লিখেন, আয়াতটি

১. لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ এটি পূর্বের لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ বিশেষন হলে অর্থ হয়, পবিত্র কুরআন সবচেয়ে সম্মানিত, যারা পাক পবিত্র, তারা ব্যতীত কেউ একে স্পর্শ করবে না। তখন আমাদের সামনের পবিত্র কুরআনের অনুলিপি উদ্দেশ্য।

২. لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ যদি كِتَابٍ مَكْنُون এর বিশেষন হয়, তবে অর্থ হয়, যা (লওহে মাহফুযে) অত্যন্ত সুরক্ষিত, যারা পাক পবিত্র, তারা ব্যতীত কেউ একে স্পর্শ করবে না।

দেখুন-

{ لا يَمسُّه إِلاَّ المُطَهَّرون } أي : الملائكة المنزّهون عن الكدرات الجسمانية، وأوضار الذنوب. هذا إن جعلته صفة لكتاب مكنون، وهو اللوح، وإن جعلته صفة للقرآن؛ فالمعنى : لا ينبغي أن يمسّه إلاَّ مَن هو على الطهارة مِن الناس، والمراد : المكتوب منه . قال ابن جزي : فإن قلنا إنَّ الكتاب المكنون هو الصحف التي بأيدي الملائكة، فالمطهَّرون يُراد به الملائكة؛ لأنهم مُطهَّرون من الذنوب والعيوب، وإن قلنا أنَّ الكتاب

[৫]. সুরা ওয়াকিয়া আয়াত ৭৯

المكنون هو الصحف التي بأيدي الناس؛ فيحتمل أن يريد بالمطهرين : المسلمين؛ لأنهم مُطَهرون من الكفر، أو يريد : المطهرين من الحدث الأكبر، وهو الجنابة والحيض، فالطهارة على هذا : الاغتسال. أو : المطهرين من الحدث الأصغر، فالطهارة على هذا : الوضوء،

যারা পাক পবিত্র তারা ব্যতীত কেউ একে স্পর্শ করবে না। অর্থাৎ ফেরেশতাগণ, যারা শারীরিক ও গুনাহের ময়লা থেকে পবিত্র। এই অর্থ তখন হবে যখন এটিকে "কিতাবিম্মাকনূন" তথা লাওহে মাহফুযের বিশেষণ হবে। আর যদি কুরআনের বিশেষন হয়, তখন অর্থ হবে, এটিকে স্পর্শ করা উচিত নয়, তবে মানুষের মধ্যে যারা পবিত্র। উদ্দেশ্য হল, লিখিত কুরআন।
ইবনে জযী বলেন, কিতাবিম্মাকনূন দ্বারা ফেরেশতাদের সামনের কিতাব উদ্দেশ্য হয়, তবে "মুত্তাহ্হারুন" দ্বারা ফেরেশতা উদ্দেশ্য। কেননা তারা গুনাহ ও ত্রুটি থেকে পবিত্র। আর , কিতাবিম্মাকনূন দ্বারা মানুষের সামনের কিতাব উদ্দেশ্য হয়, তবে "মুত্তাহ্হারুন" দ্বারা মুসলমান উদ্দেশ্য। কেননা তারা কুফুরী থেকে পবিত্র। আর "মুত্তাহ্হারুন" দ্বারা বড় অপবিত্রতা তথা বীর্যস্খলনের অপবিত্রতা ও ঋতুস্রাব উদ্দেশ্য, তখন গোসল করে পবিত্র হতে হবে। আর "মুত্তাহ্হারুন" দ্বারা ছোট অপবিত্রতা উদ্দেশ্য, তখন অযু করে পবিত্র হতে হবে।[৬]

{ لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ المطهرون } إما صفة بعد صفة لكتاب مراداً به اللوح ، فالمراد بالمطهرون الملائكة عليهم السلام أي المطهرون المنزهون عن كدر الطبيعة ودنس الحظوظ النفسية، وإما صفة أخرى لقرآن . والمراد بالمطهرون المطهرون عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر بحمل الطهارة على الشرعية ، والمعنى لا ينبغي أن يمس القرآن إلا من هو على طهارة من الناس فالنفي هنا نظير ما في قوله تعالى : { الزاني لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً } [النور : 3] وقوله صلى الله عليه وسلم : " المسلم أخو المسلم لا يظلمه " الحديث وهو بمعنى النهي بل أبلغ من النهي الصريح ،

৬ . তাফসীরে ইবনে আজীবা ৬/২৩৩ সূরা ওয়াকিয়া আয়াত ৭৯।

وأخرج سعيد بن منصور . وابن أبي شيبة في «المصنف» . وابن المنذر . والحاكم وصححه عن عبد الرحمن بن زيد قال : كنا مع سلمان يعني الفارسي رضي الله تعالى عنه فانطلق إلى حاجة فتوارى عنا فخرج إلينا فقلنا لو توضأت فسألناك عن أشياء من القرآن؟ فقال : سلوني فإني لست أمسه إنما يمسه المطهرون ثم تلا { لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ المطهرون } ، وعلى الوصفية للقرآن ذهب من ذهب إلى اختيار تفسير المطهرين بالمطهرين عن الحدث الأكبر والأصغر .

لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ المطهرون এটি "কিতাব" এর বিশেষণ হলে লওহে মাহফুয। আর মুতাহ্হারুন দ্বারা উদ্দেশ্য হলে ফেরেশতাগণ অর্থাৎ নফস ও জন্মগত স্বভাবের ময়লা থেকে পবিত্র।

আর لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ المطهرون কুরআনের বিশেষণ হলে, মুতাহ্হারুন দ্বারা উদ্দেশ্য হদসে আসগার (বে অজু অবস্থাকে "হদসে আসগার বলা হয়। অজু করলে এই অবস্থা দূর হয়ে যায়।) ও হদসে আকবার (বীর্যস্খলনের পরবর্তী অবস্থা এবং হায়েয ও নেফাসের অবস্থাকে "হদসে আকবার" বলা হয়। এই হদস থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসল করা আবশ্যক।) থেকে পবিত্র। যা শরীয়তের দৃষ্টিতে পবিত্রতা বুঝায়। তখন অর্থ হবে "কুরআন স্পর্শ করা উচিত হবে না। তবে মানুষের মধ্যে যারা পবিত্র তারা পারবে। আর لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ المطهرون এখানে না-সূচক অর্থে ব্যবহারিত। যেমন অন্যান্য আয়াতেও এমন অর্থে ব্যবহার হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, { الزانى لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً } ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিণী নারীকেই বিয়ে করে।[৭] আর রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ মুসলিম মুসলিমের ভাই। একে অপরকে জুলুম করবে না।[৮] এটি না-সূচক হয়েও নিষেধসূচক ক্রিয়া থেকে বেশী।

সাঈদ ইবনে মানসূর, ইবনে আবী শায়বা তার মুসান্নাফে, ইবনে মুনযির ও হাকিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আব্দুর রহমান ইবনে যায়দ বলেন, আমরা হযরত সালমান ফারসী রাযি. এর নিকট ছিলাম।

---

৭. সূরা নূর আয়াত: ৩।

৮. বুখারী শরীফ ৯/২২ হা. ৬৯৫১ বল প্রয়োগে বাধ্য করা অধ্যায়, যখন কোন ব্যক্তি তার সঙ্গী সম্পর্কে নিহত হওয়া বা অনুরূপ কিছুর আশংকা পোষণ করে তখন তার কল্যাণার্থে কসম করা যে সে তার ভাই।

তিনি হাজত পূর্ণ করতে আমাদের থেকে আত্মগোপন করলেন। অতঃপর বের হলে আমরা বললাম, আপনি অজু করলে কুরআন সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করতাম। তখন তিনি বলেন, প্রশ্ন কর। কেননা আমি কুরআন স্পর্শ করছি না। নিশ্চয় প্রবিত্রতা অর্জনকারীগণ তা স্পর্শ করেন। অতঃপর এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন, যারা পাক পবিত্র তারা ব্যতীত কেউ স্পর্শ করবে না।
অনেকেই এই ব্যাক্যকে কুরআনের বিশেষণ ধরে মুতাহ্হারীন এর তাফসীর করেছেন, হদসে আকবার ও হদসে আসগার থেকে পবিত্র।[৯]

لا يمس القرآن الكريم إلا المطهرون من الأدناس والأحداث . وهو منزَّل من عند الله رب الخلق أجمعين .

যারা ময়লা ও অপবিত্রতা থেকে পবিত্র তারা ব্যতীত কুরআন স্পর্শ করবে না। ইহা আল্লাহর পক্ষ থেকে সকল মানুষের জন্য নাযিল হয়েছে।[১০]

{ لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ } أي: من الجنابة والحدث. قالوا: ولفظ الآية خبر ومعناها الطلب، قالوا: والمراد بالقرآن هاهنا المصحف، كما روى مسلم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ.

যারা বীর্যস্খলন ও বে- অযু অবস্থা থেকে পবিত্র, তারা ব্যতীত কেউ ইহাকে স্পর্শ করবে না। তারা বলেন, আয়াতের শব্দ খবর আর তার অর্থ তলব বা চাহিদা। আর এখানে কুরআন দ্বারা আমাদের সামনের কুরআন উদ্দেশ্য। কেননা মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুভুমিতে কুরআন নিয়ে সফর নিষেধ করেছেন।[১১]

সুতরাং কুরআন ও তাফসীরের আলোকে অপবিত্র ব্যক্তির জন্য কুরআন স্পর্শ অনুনোমদিত। এটাই সত্য ও সঠিক মতামত।

---

[৯]. রুহুল মা'আনী ২০/২৭৪-২৭৫ সুরা ওয়াকিয়া

[১০]. তাফসীরুল মুনতাখাব ২/৪৪৭ সূরা ওয়াকিয়া আয়াত ৭৯।

[১১]. সহীহ মুসলিম ৬/৩০ হা. ৪৯৪৭ প্রশাষন ও নেতৃত্ব অধ্যায়, কুরআন শরীফ নিয়ে কাফেরদের এলাকায় সফর করা নিষেধ, বিশেষ করে তা তাদের হস্তগত হওয়ার আশংকা।
তাফসীরুল কুরআনিল আযিম ৭/৫৪৫ সূরা ওয়াকিয়া।

ডা. জাকির নায়েক ও তার বক্তব্য-

প্রকৃত ব্যাপার যদি তাই হতো, তবে যে কোনো অমুসলিম মার্কেটে যেত আর ৮০ থেকে ১০০ টাকায় একটি কুরআনে খরিদ করতো এবং কুরআনেকে মিথ্যা প্রমাণিত করার প্রয়াস পেত। কেননা অর্থ করা হয়ে থাকে যে, ***অপবিত্র ব্যাক্তি এটা স্পর্শ করতে পারবে না।*** আসলে এখানে বলা হয়েছে তার মর্মার্থ হচ্ছে পবিত্র কুরআনে লওহে মাহফুজে সংরক্ষিত কুরআনটি ফেরেশতা ব্যতীত অন্য কোনো অপবিত্র ও লৌকিক বস্তু কোনোভাবেই স্পর্শ করতে পারবে না।

উত্তর-

তিনি এখানে তার বক্তব্যে চলছাতুরী করেছেন-
অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করতে না পারার ক্ষমতার কথা বলা হয়নি যে, অমুসলিম মার্কেট থেকে ৮০ থেকে ১০০ টাকায় ক্রয় করে স্পর্শ করে কুরআনকে মিথ্যা প্রমাণিত করবে। বরং আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে নিষেধ করেছেন- অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করবে না। এটা না-সুচক নিষেধ সুচক এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ অপবিত্র ব্যক্তির বিধান হলো, অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করবে না।
অথচ ডা. জাকির নায়েক ***করতে পারবে না*** বলে যে চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় দাঁড় করিয়ে খুঁড়া যুক্তির আলোকে কুরআন হাদীস ও ইজমার বিরোধিতা করলেন, তা ন্যক্কারজনক পাপ কাজ ও শরীয়তে গর্হিত কাজ যা সম্পূর্ণ হারাম।

এর পরও যারা কুরআনের এ আয়াত দ্বারা লওহে মাহফুযের কুরআন উদ্দেশ্য নেন। তারাও পৃথিবীতে আমাদের সামনের কুরআনকে অপবিত্রতা অবস্থায় স্পর্শ করা জায়েয মনে করেন না। কেননা সহীহ হাদীসে স্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান যে, অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা যাবে না। কিন্তু "অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা" হারাম বিধান নিয়ে কোন দ্বিমত নেয়। তবে দলিলের ক্ষেত্রে ব্যবধান। কেননা এক্ষেত্রে কেউ কুরআন ও হাদীস দু'টিকেই দলিল মনে করেন। আবার কেউ শুধুমাত্র হাদীসকে দলিল মনে করেন। নিম্নে হাদীসের দলিল পেশ করা হলো,

হাদীসের আলোকে “পবিত্রতাবিহীন কুরআন স্পর্শ”

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمَسُّ الْقُرْآنُ إِلَّا طَاهِرٌ.

হযরত ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- অপবিত্র ব্যক্তি যেন কুরআন স্পর্শ না করে।[১২]
হাদীসটি সহীহ।[১৩]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুভুমিতে কুরআন নিয়ে সফর করতে নিষেধ করেছেন।[১৪]

عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه و سلم لما بعثه واليا إلى اليمن قال : لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر.هذا حديث صحيح الإسناد.تعليق الذهبي قي التلخيص : صحيح

হযরত হাকীম ইবনে হিযাম রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকে ইয়েমেনে গভর্ণর করে পাঠালেন, তখন বললেন, তুমি পবিত্র অবস্থা ছাড়া কুরআন স্পর্শ করবে না।
হাকেম রহ. বলেন, হাদীসটি সহীহ।
ইমাম যাহবী রহ. তালখীসে বলেন, হাদীসটি সহীহ।[১৫]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ? لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : " أَنْ لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ.

---

১২ . আল মু’জামুস সগীর ২/২৭৭ হা. ১১৬২ ইয়া হরফ, ইয়াহয়া নাম।

১৩ . মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১/৬১৬ হা. ১৫১২ পবিত্রতা অধ্যায়, কুরআন স্পর্শ করা পরিচ্ছেদ।

১৪ . সহীহ মুসলিম ৬/৩০ হা. ৪৯৪৭ প্রশাষন ও নেতৃত্ব অধ্যায়, কুরআন শরীফ নিয়ে কাফেরদের এলাকায় সফর করা নিষেধ, বিশেষ করে তা তাদের হস্তগত হওয়ার আশংকা।
তাফসীরুল কুরআনিল আযিম ৭/৫৪৫ সূরা ওয়াকিয়া।

১৫ . আল মুসতাদরাক ৫/২০৯ হা. ৬০৫১ সাহাবীদের পরিচয় অধ্যায়, হাকীম ইবনে হিযাম এর আলোচনা।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু বকর ইবনে হাযম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমর ইবনে হাযম রাযি. এর নিকট যে পত্র লিখেছিলেন, তাতে ইহাও লেখা ছিল যে, পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কুরআনকে যেন কেউ স্পর্শ না করে।[১৬]
হাদীসটি সহীহ।

শায়খ আহমাদ বলেন-

قد روينا عن سلمان الفارسي : أنه قضى حاجته. فقيل له لو توضأت، لعلنا نسألك عن آي من القرآن؟ فقال : سلوا، فإني لا أمسه، وإنه لا يمسه إلا المطهرون. قال : فسألناه فقرأ علينا قبل أن يتوضأ.

হযরত সালমান ফারসী রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি ইস্তিঞ্জা করা শেষ করলেন। তাকে বলা হল, অনুগ্রহপূর্বক আপনি যদি অযু করেন, তবে আমরা আপনার কাছ থেকে কিছু কুরআনের আয়াত বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারি। অতঃপর তিনি বলেন, প্রশ্ন করতে পার। আমি কুরআন স্পর্শ করছি না। কেননা কুরআন "পবিত্রতা বিহীন স্পর্শ" করা যায় না। অতঃপর তিনি সুরা ওয়াকিয়ার ৭৯ নং আয়াত তেলাওয়াত করলেন। **لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ** যারা পাক-পবিত্র, তারা ব্যতীত কেউ একে স্পর্শ করবে না।[১৭] তিনি বলেন, আমরা তাকে প্রশ্ন করলাম, অতঃপর তিনি অযু করার পূর্বে কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করে আমাদের প্রশ্নের সমাধান দিলেন।

عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده : عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض و السنن و الديات و بعث مع عمرو بن حزم فقرأت على أهل اليمن و هذه نسختها : بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال و الحارث بن عبد كلال و نعيم بن كلال قيل ذي رعين و معافر و همدان أما بعد ....

و لا يمس القرآن إلا طاهر و لا طلاق قبل إملاك .

---

১৬ . মুআত্তা মালেক পৃ. ১/১৪৭ হা. ৫৩৬ কুরআন অধ্যায়, কুরআন স্পর্শ করার জন্য অযুর নির্দেশ।
১৭ . সুরা ওয়াকিয়া আয়াত ৭৯

www.almodina.com

হযরত আবু বকর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাযম তিনি তার পিতা থেকে তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়েমেন বাসীর জন্য একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন সেখানে ফরয ও সুন্নাত ও রক্তপন সম্পর্কে লেখেছিলেন, এবং আমর ইবনে হাযম এর সাথে পাঠিয়েছিলেন। অতঃপর আমি ইয়েমেনবাসীকে তা পড়ে শুনিয়েছিলাম। এটি সেই অনুলিপি।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে শুরাহবীল ইবনে আব্দে কিলাল, হারিস ইবনে আব্দে কিলাল, নুআইম ইবনে কিলাল, বলা হয় যী রাঈন, মাআফির ও হামদান। আম্মা বাদ (চিঠিটি আনেক বড়। তবে সেখানেও এ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।) পবিত্রতা ব্যতীত কুরআন স্পর্শ করবে না। মালিক হওয়ার পূর্বে তালাক হয় না।

হাদীসটি সহীহ।[১৮]

ইজমার আলোকে "পবিত্রতাবিহীন কুরআন স্পর্শ"

وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدث أكبر أن يمس المصحف وخالف في ذلك داود . وأما المحدث حدثا أصغر......... أنه يجوز له مس المصحف

وقال القاسم وأكثر الفقهاء والإمام يحيى : لا يجوز

হদসে আকবার (বীর্যস্খলনের পরবর্তী অবস্থা এবং হায়েয ও নেফাসের অবস্থাকে "হদসে আকবার বলা হয়। এই হদস থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসল করা আবশ্যক।) ব্যক্তির জন্য **কুরআন স্পর্শ করা** না জায়েয হওয়ার উপর ইজমা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে দাউদ রহ. মতবিরোধিতা করেছেন। তবে হদসে আসগার (বে অজু অবস্থাকে বলা হয়। অযু করলে এই অবস্থা দূর হয়ে যায়।) ব্যক্তির জন্য অনেকের মতে জায়েয। তবে কাসেম ও অধিকাংশ ফক্বীহগণ ও ইমাম ইয়াহয়া বলেন, না জায়েয।[১৯]

এটিই সঠিক ও গ্রহণযোগ্য মতামত।

---

[১৮]. আল মুস্তাদরাক ২/২৫-২৬ হা. ১৪৪৭ যাকাত অধ্যায়।

[১৯]. নায়লুল আওতার ১/২৫৯ পবিত্রতা অধ্যায়, অযু ভঙ্গের পরিচ্ছেদসমূহ, নামায, তাওয়াফ ও কুরআন স্পর্শ করতে অযু করা পরিচ্ছেদ।

মাদীনাবাসীর ফুক্বাহায়ে কেরামের বক্তব্যের আলোকে "পবিত্রতা বিহীন কুরআন স্পর্শ"

عن من أدرك من فقهاء أهل المدينة، قال : وكانوا يقولون : لا يمس القرآن إلا طاهر، وكأهم ذهبوا في تأويل الآية إلى ما ذهب إليه سلمان،

আহলে মাদীনা এর ফক্বীহগণ বলেন, প্রবিত্রতা অর্জন করা ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যায় না। তারা সকলেই কুরআনের আয়াত বিষয়ে সালমান ফারসী রাযি. এর মত গ্রহণ করেছেন।[২০]

ইতিহাসের আলোকে "পবিত্রতাবিহীন কুরআন স্পর্শ"

একদিন হযরত ওমর রাযি. তলোয়ার নিয়ে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হলেন, রাস্তায় হযরত নুআইম রাযি. এর সাথে দেখা হল, ওমর রাযি. তখন ভিষণ রেগে ছিলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন কোথায় যাচ্ছো ওমর? তখন তিনি বলেন আমি মুসলমানদের নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে হত্যা করতে যাচ্ছি। তখন তিনি বলেন, মুসলমান তো তোমার ঘরেই রয়েছে। তোমার বোন ও ভগ্নিপতি দু'জনেই মুসলমান হয়ে গিয়েছে। অথচ তুমি তাদের দিকে লক্ষ না রেখে মুসলমানদের নবীকে হত্যা করতে যাচ্ছ? একথা শুনে তার প্রচন্ড রাগ বেড়ে গেল। তখন সে তার বোনের বাড়িতে গেলেন। তার বোনেরা ভিতরে কুরআন পড়ছিলেন। ওমর রা. দরজায় কড়া নাড়তেই তারা বুঝে গেলেন। দরজা খুলতেই তিনি তার ভগ্নিপতি ও তার বোনকে মারধর করতে আরম্ভ করলেন। তারপর তার বোন বলল, তুমি আমাদের শরীর থেকে প্রাণ বের করে ফেলতে পার তবে আমাদের মন থেকে ঈমান বের করতে পারবে না। এ কথা শুনে ওমর রাযি. এর প্রাণ গলে গেল। আর বলল, বোন তোমরা কি পড়ছিলে? আমাকে দাও দেখি! তখন তার বোন ফাতেমা বললেন, না তোমাকে এখন দেওয়া যাবে না। তুমি অপবিত্র। তুমি পবিত্র হলে তোমাকে দেওয়া যাবে। তারপর ওমর রাযি. গোসল করে এলেন, তখন লুকিয়ে থাকা কুরআনের শিক্ষক হযরত খাব্বাব রাযি. বের হয়ে এলেন, সুরা ত্বাহা পড়লেন। ওমর রাযি. মনোযোগ দিয়ে কুরআন শ্রবণ করলেন, অতঃপর মুসলমান হয়ে গেলেন। (ঘটনাটি সংক্ষিপ্ত দেওয়া হল।)

---

[২০] . মা'রিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার ১/২৪৯ হা. ২০৮ কুরআন স্পর্শ করা পরিচ্ছেদ।

وعلى ذلك حملته أخت عمر بن الخطاب في قصة إسلامه ،

এ বিষয়ে ওমর রাযি. এর বোন তার ইসলাম গ্রহণ করার ঘটনা রয়েছে।[২১]

وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دَخَلَ عَلَى أُخْتِهِ وَزَوْجِهَا سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، وَهُمَا يَقْرَآنِ طَهَ، فَقَالَ : مَا هَذِهِ الْهَيْنَمَةُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إلَى أَنْ قَالَ : هَاتُوا الصَّحِيفَةَ. فَقَالَتْ لَهُ أُخْتُهُ : إنَّهُ لَا يَمَسُّهُ إلَّا الْمُطَهَّرُونَ فَقَامَ وَاغْتَسَلَ وَأَسْلَمَ.

বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. তার বোন ফাতেমা ও তার স্বামী হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল রাযি. এর ঘরে প্রবেশ করলেন। আর তারা দু' জন সূরা ত্বাহা পড়ছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, এটা কি? এবং আলোচনা করলেন। এমনকি বললেন- সহীফাহটি দাও। অতঃপর তার বোন বললেন, নিশ্চয় ইহা পাক পবিত্র ব্যতীত কেউ স্পর্শ করে না। অতঃপর তিনি দাঁড়ালেন, গোসল করলেন, এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন।[২২]

ডা. জাকির নায়েক ও তার বক্তব্য-

যদি শেষ বিচার দিনে মহান আল্লাহ আমাকে কৈফিয়ত তলব করেন আরবিসহ কুরআনে কেন আমি অমুসলিমদের দিয়েছি, তাতেও ***আমার ভয়ের কারণ নেই***। কেননা আমি নিশ্চিতভাবেই জানি আমি মুহাম্মাদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার পক্ষে পাব। তিনি নিজেই বিভিন্ন সময় অমুসলিম বাদশাহদের নিকট আরবি ভাষায় লিখিত পত্র প্রেরণ করতেন যার মধ্যে কোরআনের আয়াতও থাকতো।

উত্তর–

(فإن قلت :) إذا تم ما تريد من حمل الطاهر على من ليس بمشرك. فما جوابك فيما ثبت في المتفق عليه من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم

---

[২১] . মা'রিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার ১/২৪৯ হা. ২০৮ কুরআন স্পর্শ করা পরিচ্ছেদ।

[২২] . আহকামুল কুরআন, ইবনে আরাবী ৭/২০২ সূরা ওয়াকিয়া

الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة) إلى قوله (مسلمون) مع كونهم جامعين بين نجاستي الشرك والاجتناب ووقوع اللمس منهم له معلوم . (قلت :) اجعله خاصا بمثل الآية والآيتين فإنه يجوز تمكين المشرك من مس ذلك المقدار لمصلحة كدعائه إلى الإسلام ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنه قد صار باختلاطه بغيره لا يحرم لمسه ككتب التفسير فلا تخصص به الآية والحديث .

ইবনে আব্বাস রাযি. এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাঠানো চিঠি যাতে লেখা ছিল,

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামের)। আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে রোম সম্রাট হিরাকল এর প্রতি।- শান্তি (বর্ষিত হোক) তার প্রতি, যে হেদায়াত অনুসরণ করে। তারপর আমি আপনাকে "ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন। নিরাপদে থাকবেন। আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দান করবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেন, তবে সব প্রজার পাপই আপনার উপর বর্তাবে। হে আহলে কিতাব! এসো সে কথার দিকে, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ইবাদত না করি, কোন কিছুতেই তার শরীক না করি এবং আমাদের কেউ কাউকে আল্লাহ ব্যতীত রব রুপে গ্রহণ না করি। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বল, তোমরা সাক্ষি থাক আমরা মুসলিম।[২৩]

মুশরিকগণ শিরক ও অন্যান্য অপবিত্র হওয়া এবং কুরআন স্পর্শ করতে পারার পরও কেন কুরআনের আয়াত চিঠিতে দেওয়া হল? (কুরআন স্পর্শ না জায়েয হলে সুরা আলে ইমরানের আয়াত লিখিত চিঠি কেন দেওয়া হল?

উত্তর- ১. মুশরিকদের জন্য দু' এক আয়াত কোন কল্যাণে ঐ পরিমাণ স্পর্শ করা যেতে পারে। এটা উহার জন্য খাস। যেমন ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য।

---

[২৩]. সুরা আলে ইমরান আয়াত ৬৪।

২. কুরআনের আয়াতের সাথে অন্য কিছু সংমিশ্রণ হলে তা স্পর্শ করা যেতে পারে। যেমন অযু বিহীন তাফসীরের কিতাব স্পর্শ করা। অতএব এর দ্বারা আয়াত ও হাদীস খাস হবে না।[২৪]

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরফ থেকে মুশরিকদের উদ্দেশ্যে পাঠানো চিঠিতে কুরআনের আয়াত থেকে অন্য কথা অধিক ছিল। আর তাই তা স্পর্শ করা জায়েয বিধানের অন্তর্ভূক্ত।

অতএব এ দ্বারা অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা জায়েয হওয়ার উপর দলিল প্রদান করা যাবে না।

ডা. জাকির নায়েক স্যার এর প্রশ্ন কিতাবে বিদ্যমান রেখে তার উত্তরও প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু তিনি এতকিছুর পরও যে কুরআন হাদীস ইজমা এর বিরোধিতা করে **“আমার কাছে ভয়ের কোন কারণ নেই”** এমন বলে যে ধৃষ্টতা অবলম্বন করলেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা।

সুতরাং কুরআন, হাদীস, ইজমা ও ইতিহাসের আলোকে প্রমাণিত বিধান হলো, **অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও হারাম**। এমন করলে মারাত্মক বড় পাপ হবে। এ থেকে কেউ রেহায় পাবে না। সকলেই গুনাহগার হবে। আল্লাহ তা’আলা আমাদের এই ফিতনা থেকে মুক্ত করুন। হিদায়াত দান করুন। আমীন।

অকিল উদ্দিন

সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, চট্টগ্রম।

১৩ মুহাররাম ১৪৩৭ হিজরী

২৭ অক্টোবর ২০১৫ ঈসায়ী

[২৪] . নায়লুল আওতার ১/২৫৯ পবিত্রতা অধ্যায়, অযু ভঙ্গের পরিচ্ছেদসমূহ, নামায, তাওয়াফ ও কুরআন স্পর্শ করতে অযু করা পরিচ্ছেদ।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. কুরআন
২. রুহুল মা'আনী- মাহমূদ আলূসী
৩. তাফসীরে ইবনে আজীবা- ইবনে আজীবা
৪. তাফসীরুল কুরআনিল আযীম- ইসমাঈল ইবনে ওমর
৫. তাফসীরুল মুন্তাখাব- উলামায়ে আযহার পরিষদ
৬. আহকামুল কুরআন- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ
৭. বুখারী শরীফ- মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল
৮. মুসলিম শরীফ- মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ
৯. মুআত্তায়ে মালেক- মালেক ইবনে আনাস
১০. আলমুস্তাদরাক- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ
১১. মাজমাউয যাওয়ায়েদ- আলী ইবনে আবু বকর
১২. মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আসার- আহমাদ ইবনে হুসাইন
১৩. আল মু'জামুস সগীর- সুলায়মান ইবনে আহমাদ
১৪. নায়লুল আওতার- মুহাম্মাদ ইবনে আলী
১৫. ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র- ডা. জাকির নায়েক

লেখকের গ্রন্থাবলী

* সহীহ হাদীসের আলোকে
  নামাযে নাভির নিচে হাত বাঁধা সুন্নাত
* পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে
  ইমামের পিছনে কেরাত পড়া নিষিদ্ধ
* পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে
  নামাযে আস্তে আমীন বলা উত্তম
* সহীহ হাদীসের আলোকে
  রাফউল ইয়াদাইন না করার বিধান
* সহীহ হাদীস ও ইসলামী ফিকহের আলোকে
  নামাযে নারী ও পুরুষের ব্যবধান
* সহীহ হাদীসের আলোকে
  বিতর নামায ও রাকাত সংখ্যা
* সহীহ হাদীসের আলোকে
  ছয় তাকবীরে ঈদের নামায
* সহীহ হাদীসের আলোকে
  কবর যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি
* সহীহ হাদীসের আলোকে
  তাবিজ ব্যবহার ও তার হুকুম
* পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলেকে
  পবিত্রতাবিহীন কুরআন স্পর্শ করা হারাম
* সহীহ হাদীসের আলোকে
  সালাতুর রাসূল সালাহু আলাইহি ওয়াসালাম
* হানাফী ও আহলে হাদীস সমাচার